65

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... 3 ...

২৫ শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

জাজিরায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

মাদারীপুর, ৭ই জুলাই (সংবাদদাতা)।–প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক-কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন জাজিরা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। ফলে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

প্রায় পৌনে দু'লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত জাজিরা উপজেলার মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৬টি। এরমধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪টি এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২টি।

৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্তমানে খুবই শোচনীয়। অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবন কাঁচা এবং দীর্ঘকাল উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়গুলোর বর্তমানে জরাজীর্ণ দশা। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নামেমাত্র ছাউনি ও বেড়া রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছ তলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ী-ঘরে। গত কয়েক বছরের ঝড়ে ও বন্যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয় [illegible] ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতি-[illegible] এ সকল বিদ্যালয় ভবনের [illegible]নীয় মেরামত ও সংস্কার [illegible] হয়নি। বর্ষা মৌসুমে এ সমস্ত বিদ্যালয়ে ক্লাস করা সম্ভব হয় না।

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের অভাব বিদ্যমান। বেঞ্চের অভাবে অনেক বিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী দাঁড়িয়ে অথবা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। এছাড়া চেয়ার টেবিল না থাকায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিতে দেখা যায়।

উপজেলার ৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সরকারী হিসেবে ৫৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকলেও এই পরিমাণ আরও বেশী হবে বলে অনেকের ধারণা। এছাড়া ২২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অনেক বিদ্যালয়েই নলকূপ নেই। এদিকে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে নলকূপ থাকলেও সেগুলো মেরামত না করায় অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পায়খানা প্রস্রাবখানার সুব্যবস্থা নেই এবং খেলাধূলার কোন সরঞ্জাম নেই বললেই চলে।

এদিকে বেসরকারী ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের উপযুক্ত হলেও সেগুলো আজ পর্যন্ত সরকারী করা হয়নি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়েও কোন ফল হয়নি।